চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা কার্যালয়

শহীদ আবুল কাশেম সড়ক,চুয়াডাঙ্গা। ফোনঃ ০৭৬১-৬২২৮১
Web Site: www.chuadangapourashava.org, E-mail:mayorcp16@gmail.com

তারিখঃ ০৪/০৬/২০১৬ইং।

”০২ দিন ব্যাপী পৌরকর মেলা-২০১৬ সমাপ্ত”

চুয়াডাঙ্গায় প্রথমবারের মত পৌরকর মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। পৌরবাসীর নাগরিক সেবা নিশ্চিতসহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন করা হয়। এ মেলায় পৌরবাসী তাদের বকেয়া কর ১০% ছাড় দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, বকেয়া কর পরিশোধকারী প্রত্যেকের জন্য রয়েছে লাকি কুপনসহ বিভিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা ও প্রমোটিং ডেমোক্রাস ইনক্লোসন এ্যান্ড গভানেন্স থ্রো ইয়ূথ (প্রডিজি) যৌথভাবে এই মেলার আয়োজন করে।

শনিবার সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমী চত্বরে এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক সায়মা ইউনুস।
এ সময় প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক বলেন, পৌরবাসীর সহযোগিতা ছাড়া শুধু মেয়র ও কাউন্সিলরদের একার পক্ষে পৌরবাসীর সব নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ জন্য দরকার সম্মিলিত প্রচেষ্টা।
প্রতিটি পৌরসভার উন্নয়ন কাজ পৌরবাসীর ট্যাক্সের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক বলেন, এ ক্ষেত্রে পৌরবাসীকেও এগিয়ে আসতে হবে। নিয়মিত পৌর কর পরিশোধসহ তারাও পৌরসভার উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহন করতে পারেন।

পৌর কর মেলায় সভাপতির বক্তব্যে পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু বলেন, আমি নির্বাচনের আগেই বলেছি, আমি আপনাদের সন্তান, ভাই ও সেবক হয়ে কাজ করতে চাই। আমি চাই আপনাদের সাথে নিয়ে একটি আধুনিক মানের পৌরসভা গড়ে তুলতে। এ জন্য চাই এ কাজে আপনাদের অংশগ্রহন।
তিনি আরো বলেন, দুই দিনব্যাপি এ কর মেলায় পৌরসভার যে কোন নাগরিক তাদের বকেয়া কর পরিশোধ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে পৌরবাসী তাদের বকেয়া করের জন্য শতকরা ১০% কর মওকুফের ব্যবস্থা থাকছে।
এছাড়া প্রতিটি করদাতার জন্য থাকছে একটি লাকি কূপন। পৌর মেয়র আশাবাদ ব্যক্ত করেন, পৌরবাসী এই সুযোগ গ্রহন করে বকেয়া পৌর কর পরিশোধ করে পৌরসভার উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহন করবেন।

পৌর কর মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, অতিঃ জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইটিসি) আব্দুর রাজ্জাক, জেলা দোকান মালিক সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল কাদের জগলু, সাধারণ সম্পাদক ইবরুল হাসান জোঃ ইবু, বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী হাবিবি জহির রায়হান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রডিজির সদস্য আব্দুস সালাম, মাঠ সমন্বয়ক মাহবুবুর রহমান মুকুল, সদস্য জাকির হোসেন জ্যাকি ও সুমিতা দে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে কর প্রদানে সচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি বনাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সচিব কাজী শরীফুল ইসলাম জানান, মেলার প্রথম দিনেই পৌরবাসীর আশা জাগানিয়া সাড়া পাওয়া গেছে। প্রথম দিনে মোট ১ লাখ ১৬ হাজার টাকার কর পরিশোধ করেছেন পৌরবাসী। শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য আলাদা বুথের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আজ মেলার শেষ দিনে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত পৌরবাসী মেলায় অংশগ্রহন করে কর পরিশোধের সুযোগ পাবেন।

মেলার ১ম দিনের আলোক চিত্র

সময়মত পৌরকর পরিশাধ করুন। সময়মত পানির বিল পরিশাধ করুন। আপনার শিশুকে টিকাদিন।

তারিখঃ ০৫/০৬/২০১৬ইং।

মেলার ২য় দিনের বিবরণ

‘‘পৌরসভার উন্নয়নের স্বার্থে আগামীতে প্রতিটি ওয়ার্ডে কর মেলা আয়োজন করা হবে’’

চুয়াডাঙ্গায় দুই দিন ব্যাপি পৌর কর মেলা শেষ হয়েছে। রবিবার বিকালে সমাপনি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ করা হয় ব্যতিক্রমী এই মেলার। শেষ দিনে কর মওকুপের ১০% ছাড়ের সুযোগ গ্রহন করে পৌরসভার করতাদারা অনেকটা হুমড়ি খেয়ে পড়েন কর পরিশোধ করতে। সমাপনি দিনে সকাল ১০টা থেকেই কর দিতে শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে ভিড় করতে থাকেন করদাতারা। বিকালে গোটা শিল্পকলা একাডেমি চত্বর করতাদাদের সরব উপস্থিতি স্বার্থক করে তোলে গোটা আয়োজনকে।

বিকাল সাড়ে ৫টায় দুই দিনব্যাপি কর মেলার সমাপনি অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার রশীদুল হাসান। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, ব্যতিক্রমী মেলা দেখে আমি অবিভুত হয়েছি। একটি পৌরসভার উন্নয়ন কাজ সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে পৌরবাসীর যে অন্যন্য ভূমিকা থাকে সেটা চুয়াডাঙ্গা পৌরবাসী তাদের কর পরিশোধের মধ্য দিয়ে প্রমান কররো। তিনি বলেন আমি আশা করবো চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নাগরিক সেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু বলেন, কর মেলা শুরুর পর মনে ভয় ছিলো মানুষ কর দিবে কিনা। কিন্তু আজ মানুষের কর প্রদান করে যে দুষ্টান্ত স্থাপন করলো তা নজিরবিহীন। পৌরবাসীকে সাথে নিয়ে সব বাঁধা অতিক্রম করে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা একটি মডেল পৌরসভা গড়ে তোলা হবে।
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার প্রতিটি নাগরিকের সেবার মান নিশ্চিত করতে বর্তমান পরিষদ নিরলসভাবে কাজ করছে উল্লেখ করে জিপু চৌধুরী বলেন, আগামীতে প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কর মেলার আয়োজন করা হবে। মানুষকে আর ব্যাংকে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে কর দিতে হবে না।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা ও প্রমোটিং ডেমোক্রাস ইনক্লোসন এ্যান্ড গভানেন্স থ্রো ইয়ুথের (প্রডিজি) যৌথভাবে আয়োজনে অনুষ্ঠিত কর মেলার সমাপনি দিনে আরো বক্তব্য রাখেন, সোসাইটি ব্রিটিশ কাউন্সিরের প্রজেক্ট ম্যানেজার তৌফিক হাসান ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রগোম অফিসার সাজ্জাত হোসেন। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, পৌরসভার কাউন্সিলর একরামুল হক মুক্ত, রেজাউল করিম খোকন, নারী কাউন্সিলর শেফালী বেগম, সুলতান আরা রত্না ও রুবি খাতুন।

সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে মেলার শেষ্ঠ করদাতা হিসাবে মনোনীত হয়ে বিশেষ পুরস্কার গ্রহন করেন, পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের কলেজপাড়ার জাহিদুর রহমান জোঃ। এছাড়া পৌর সভার ৯টি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে কুপন জিতে পুরস্কার জিতে নেন, জসিম উদ্দীন, মনিরুজ্জামান মিন্টু, সেন্ট্রাল কোঃ ব্যাংক সমবায় নিউ মার্কেট, শাহাবুদ্দিন বিশ্বাস, মোজাম্মেল হক, রবিউল সেকেন্দার, কাশেম সর্দার ও মোছাঃ তহুরা বেগম।

সমাপনি অনুষ্ঠানের আগে পৌরবাসীকে কর প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য একটি পথ নাটক ও সঙ্গাতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নাটক ও সঙ্গীতানুষ্ঠানে প্রজিডির সদস্যরা অংশগ্রহন করেন।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সচিব কাজী শরীফুল ইসলাম জানান, দুই দিনে ১৪৫ জন করতাদা মেলায় তাদের কর পরিশোধ করেন। যার পরিমাণ ৩ লাখ ৮ হাজার টাকা।

২য় দিনের মেলার আলোক চিত্র

সময়মত পৌরকর পরিশাধ করুন। সময়মত পানির বিল পরিশাধ করুন। আপনার শিশুকে টিকাদিন।